কেরালায় ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রসঙ্গে

১৯৬৯ সালে কেরালায় সি পি আই (এম) পরিচালিত যুক্তফ্রন্টের সংকট ও সরকারের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করে দেখান, যে সময়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্তফ্রন্টই ছিল একমাত্র বিকল্প শক্তি, তখন এই পশ্চাদপসরণ গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের চূড়ান্ত অন্তঃসারশূন্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, গণআন্দোলনই ছিল জনগণের বাঁচার লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার।

বর্তমানে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে সেই পরিস্থিতিতে আমাদের দলের কর্মী, সমর্থক এবং দরদী বন্ধুদের করণীয় কাজ কী এবং তাদের দায়িত্ব কতটুকু সেটা আলোচনা করার জন্যই আজকের এই সভা ডাকা হয়েছে। কেরালা পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কমরেড দাশগুপ্ত* আপনাদের সামনে আলোচনা করেছেন। আমি সেইসব বিষয়ের মধ্যে আর বিস্তারিতভাবে ঢুকব না। আজকের দিনে মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটি কী সেটা নিয়েই আলোচনা করব। কেরালা পরিস্থিতি নিঃসংশয়ে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, যুক্তফ্রন্টের প্রতিটি দল, বিশেষ করে ওখানে যারা ক্ষমতাশালী দল, যারা নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে মনে করে, তাদের রাজনৈতিক চূড়ান্ত দেউলিয়াপনা, গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতাই কেরালার যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

যুক্তফ্রন্ট — বর্তমান মুহূর্তে একমাত্র বিকল্প পথ

সিপিআই(এম), সিপিআই, আর এস পি প্রভৃতি দলগুলি অন্তত মুখে যে কথা বলে থাকে তাতে এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত হওয়ার কথা নয় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির এককভাবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একমাত্র বিকল্প শক্তি, ওনলি অল্টারনেটিভ ফোর্স হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে এমন কারও আবির্ভাব না ঘটছে, যারা তাদের একক শক্তিতে সমস্ত আন্দোলনগুলোকে সংহত করে তার সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, ততক্ষণ যুক্তফ্রন্ট একটা একসিজেন্সি (সুবিধা) শুধু নয়, এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি হাতিয়ার। অর্থাৎ যে সমস্ত মার্কসবাদীরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথা বলেন, আর যাঁরা রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলেন, তাঁদের মধ্যে এ মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়েই কিন্তু বর্তমান বিশেষ পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির অপরিহার্যতার কথা স্বীকার করেন। সুতরাং যাঁরা মনে করেন যে, বিপ্লব সংগঠনের প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরটি বেশ কিছুদিন ধরে চলতে বাধ্য, তাঁদের কাছে যুক্তফ্রন্ট বর্তমান মুহূর্তে সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে একমাত্র কার্যকরী হাতিয়ার।

যুক্তফ্রন্টকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে যথার্থ রূপ দিতে পারলে গণআন্দোলনকে একটি লিফ্‌ট দেওয়া যেতে পারে, তাকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, ধীরে ধীরে অবিপ্লবী পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে এবং এই পথে বিপ্লবী দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব জনগণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়েই একমাত্র যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এগজস্টেড (নিঃশেষিত) হতে পারে। এটাই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের সঠিক ধারণা। এই যদি তত্ত্ব হয়, তাহলে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিকে বজায় রাখার দায়িত্বটা বিশেষ করে তাঁদের উপরই প্রধানত বর্তায় যাঁরা নিজেদের বিপ্লবী বলে মনে করেন। এই দায়িত্ববোধটা বাস্তবে অনুভব করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে। আমরা এ দায়িত্ব অনুভব করি, কিন্তু সেটাকে রূপ দেওয়ার মতো শক্তি আমরা আজও অর্জন করতে পারিনি, অতটা শক্তিমান

* কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত তৎকালীন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

আমরা এখনও হইনি। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যাঁরা নিজেদের বিপ্লবী বলে মনে করেন এবং নিজেরাই বলেন যে, আমরা প্রধান শরিক, আমাদের দায়িত্ব বেশি, অন্তত মন্ত্রীত্ব বাঁটোয়ারার সময়, মোয়া খাওয়ার সময়ে যারা বলেন, আমরা বড় দল, বড় বড় পোর্টফোলিওগুলো (দপ্তর) আমাদের পাওয়া উচিত, যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার দায়িত্বটাও তাঁদেরই সব চাইতে বেশি। কিন্তু আজ দেখছি এই বোধটির একান্ত অভাব। তাঁদের ভাবটা অনেকটা এইরকম যে, ভাঙার দায়িত্ব তোমার, খাওয়ার দায়িত্ব আমার। আমি বলি, আপনারা বড় দল, আর খাওয়া যখন আপনাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস আপনারা বেশি খান, আপত্তি নেই। কিন্তু যে দল নিজেকে মার্কসবাদী ও বিপ্লবী দল বলে মনে করে এবং যাঁরা যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে নিজেরাই দাবি করেন এবং যা বাস্তবেও সত্য, স্বভাবতই নানান ঝঞ্ঝাট থেকে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদেরই তো বেশি, অবশ্য যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই মার্কসবাদী ও বিপ্লবী হন। কীভাবে চললে অর্থাৎ 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের' নীতি অনুসরণ করতে পারলে, আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যেও কীভাবে অপর পার্টিগুলোকে নিয়ে চলতে পারলে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে বজায় রাখা যাবে এটাই হবে দায়িত্বশীল পার্টির, মার্কসবাদী পার্টির, সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টির প্রধান ভাবনা। এই যাদের বিশ্লেষণ যে, বর্তমানে অবস্থা যা, তাতে এককভাবে কোনও পার্টি গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে না, একটা ম্যাসিভ ইন্‌স্ট্রুমেন্ট অব স্ট্রাগল (সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার) এককভাবে কেউই প্রোভাইড করতে (দিতে) পারে না, অথচ বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করা দরকার, তাদের কাছে এটা পরিস্কার যে, সেই গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যই যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিকে সক্রিয়ভাবে এবং সংগ্রামশীল অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক।

'ঐক্য - সংগ্রাম - ঐক্যের' নীতি ও যুক্তফ্রন্ট

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কর্তব্য হচ্ছে একদিকে এই সমস্ত গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করা, অপরদিকে এই আন্দোলনগুলোর মধ্য থেকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করার সাথে সাথেই আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং সেই পথে অপরের চেহারাটা জনতার সামনে তুলে ধরা এবং জনশক্তির কাছ থেকে মেকি বিপ্লবীদের আলাদা করে ফেলা। অর্থাৎ দৈনন্দিন গণআন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে একদিকে বিভিন্ন দলগুলোর ঐক্যকে বজায় রাখতে হবে আবার একই সাথে সেই দলগুলোর বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সংগ্রাম পরিচালনার এই জটিল প্রক্রিয়াটিকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলেই একমাত্র ইউনাইটেড ফ্রন্ট ট্যাকটিক্স-এর (যুক্তফ্রন্ট পরিচালনার কৌশল) যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। বিপ্লবীরা এই উদ্দেশ্যেই ইউনাইটেড ফ্রন্টে যায়। একথা বাস্তব সত্য যে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান আজও যে জায়গায় রয়েছে তাতে ভুল করেই হোক আর শুদ্ধ করেই হোক জনতা আজও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীনে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এই সব দল যারা নিজেদের গণতন্ত্রী, প্রগতিবাদী, মার্কসবাদী বলে এবং যারা গণতন্ত্রের কথা বলে, প্রগতির কথা বলে এবং শ্রেণীসংগ্রামের বুলি কপচাতে কপচাতেই জনতার কাছে উপস্থিত হয়, তাদের সবাইকে একটা ন্যূনতম কর্মসূচি, একটা এগ্রিড মিনিমাম প্রোগ্রাম-এর (একমত হওয়া ন্যূনতম কর্মসূচি) ভিত্তিতে একটা প্ল্যাটফর্ম-এ জড়ো করা দরকার। এর ফলে একত্রে লড়াই করার মধ্য দিয়ে জনতা বোঝবার সুযোগ পাবে যে, যে সমস্ত পার্টিকে তারা গণতান্ত্রিক পার্টি বলে, বিপ্লবী পার্টি বলে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি বলে মনে করে এসেছে এবং যারা 'শ্রেণী-সংগ্রাম' 'শ্রেণী-সংগ্রাম' বলে চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে তাদের সত্যিকারের চেহারাটা আসলে কী? একদিকে সম্মিলিতভাবে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐক্যকে বজায় রাখা এবং অপরদিকে আদর্শগত সংগ্রামটিকে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলেই প্রচারের এই ডামাডোলের মধ্যে থেকেও জনসাধারণের পক্ষে বুঝে নেওয়া সহজ হবে যে, জোতদারদের সমর্থিত, শিল্পপতিদের সমর্থিত এবং আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রেণী সংগ্রামের ধ্বজাধারী এইসব বীর বিপ্লবীদের স্বরূপটি কী? তাহলে যতক্ষণ এই রাজনীতিটি এগজস্টেড না হয় অর্থাৎ বিপ্লব সংগঠনের প্রক্রিয়ায় এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে না যায় অর্থাৎ যতক্ষণ না আমরা জনতা থেকে অন্যান্য মেকি বামপন্থী, মেকি সমাজতন্ত্রী ও মেকি সাম্যবাদী পার্টিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হচ্ছি এবং গোটা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গণআন্দোলনে এককভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি অর্জন করছি, ততক্ষণ যুক্তফ্রন্টকে রাখার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করাই হল বিপ্লবীর দায়িত্ব পালন করা।

ঐক্য রাখার চেয়ে ভাঙার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারলেই সিপিআই(এম) খুশি

সিপিআই(এম) একাজ করছে কি? সিপিআই(এম)-এর আসল কনসার্ন (ভাবনা) যুক্তফ্রন্ট ভাঙুক কি থাকুক সেটা নয়, তার আসল কনসার্ন হচ্ছে যে, যুক্তফ্রন্ট যদি ভাঙে তো ভাঙুক, তাতে তার তেমন কিছু আসে যায় না, শুধুমাত্র ভাঙার দায়িত্বটা কোনওমতে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই সে খুশি। অর্থাৎ ওদের ভাবটা অনেকটা এই রকম — 'যুক্তফ্রন্টকে আমরা তো ভাঙিনি, অপরে ভেঙেছে' কোন রকমে এই কথাটা যদি জনসাধারণকে বোঝানো যায়, তাহলেই তারা ভাবছে যে, ওদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের বাস্তব ক্ষেত্রটা তৈরি হয়ে গেল। এটা তাঁরা বুঝছেন না যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা যদি বর্তমানে সম্ভবও হয়, তাহলেও কোনও যথার্থ বিপ্লবী দলের পক্ষে তা গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। কাজেই কোনও সত্যিকারের বিপ্লবী দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের বিনিময়ে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই হাতিয়ারটিকে ভেঙে দিতে তো পারেই না, উপরন্তু এমন কিছু আচরণ করতে পারে না যার দ্বারা পরোক্ষভাবে হলেও এর ভাঙনের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। এ যারা করে, বুঝতে হবে বিপ্লবীর নামাবলি গায়ে আসলে তারা ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান, পার্লামেন্টারি রাজনীতির পঙ্কেই তারা নিমজ্জিত। সিপিআই(এম)-এর এসব আচরণ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ বিষয়টিকে এভাবে দেখেই না। আর এইখানেই প্রমাণ যে, মার্কসবাদের তকমা এঁটে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিলেও এটা একটা পেটিবুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পার্টি মাত্র। তাই এদের আচরণ, রাজনৈতিক বক্তব্যের ধরন এবং বিশেষ করে শরিক পার্টিগুলোর সঙ্গে প্রতিদিন এদের যে সংঘর্ষ বাধছে সে সম্বন্ধে এদের যে ব্যাখ্যা, তাকে একটু বিশ্লেষণ করলে এমনকী মার্কসবাদ সম্বন্ধে অল্পস্বল্প ধারণা থাকলেও স্পষ্টই ধরা পড়বে যে, এরা যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বর্তমান, তার সাথে সমগ্র যুক্তফ্রন্ট ও তার মূল শত্রুর যে দ্বন্দ্ব তাকে এক করে ফেলেছে। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের সাথে যুক্তফ্রন্ট ও মূলশত্রুর মধ্যে সংগ্রামের যে চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে, সেটা বিশ্লেষণ করতেই এরা অপারগ। তাই এই দুই দ্বন্দ্বের চরিত্রকে এক করে ফেলার জন্যই যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তারা মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কায়দায় পরিচালিত করছে এবং তাকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে আখ্যা দিচ্ছে। ফলে এদের বিপ্লবী সংগ্রামের আড়ালে মূল শত্রুরা নিশ্চিন্ত আরামেই রয়েছে। তাই একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন যে, ব্যুরোক্রেসিও মহা আনন্দে ও অত্যন্ত সুচতুরভাবে এদেরই সপক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

সিপিআই(এম) এটা ভাবছে না যে, কেরালায় যদি তাদের নিজেদের ভুল রাজনীতি, অসহিষ্ণুতা বা অক্ষমতার জন্য যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়ে থাকে এবং বাংলায়ও তা ভাঙবার উপক্রম হয়ে থাকে, তাহলে, সত্যিকারের বিপ্লবী হলে, ক্ষতি তাদেরই সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরের বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করার কার্যক্রমটি যদি বাস্তবে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার নামে পরস্পরের মধ্যে লাঠালাঠিতে পর্যবসিত হয়ে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকেই বিনষ্ট করে এবং গণআন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে বুঝতে হবে যে, যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপটি তারা আদৌ বুঝতে পারেনি। তারা শুধু মনে করছে যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্বটি অপরের উপর চাপিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে কোনওক্রমে একক শক্তিতে সরকার গঠন করতে পারলেই বুঝি তাদের মোক্ষলাভ হবে।

বরাবরই তাদের রাজনৈতিক আচরণে একটা জিনিস লক্ষ করা গেছে যে, আঞ্চলিক স্বার্থ, প্রদেশগত স্বার্থ, সাময়িক স্বার্থবোধ থেকে তারা মুক্ত নয়। তাই যদি কোনও আঞ্চলিক, সাময়িক স্বার্থবোধ তাদের বলে যে, সাময়িক শক্তিবৃদ্ধির জন্যই এই কাজটা দরকার তৎক্ষণাৎ তারা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অথচ মার্কসবাদের যেটা প্রথম শিক্ষা সেটা হচ্ছে আশু স্বার্থ যদি আলটিমেট (মূল) স্বার্থ অর্থাৎ বিপ্লবের স্বার্থের পরিপূরক না হয়, তাহলে সব সময়ে আশু স্বার্থবোধকে পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ তা প্র্যাগমেটিক (আশু স্বার্থভিত্তিক) অর্থাৎ অপরচুনিস্ট (সুবিধাবাদী)। এই হল মার্কসবাদের নেসেসিটি তত্ত্বের (বিপ্লবী প্রয়োজন) বুনিয়াদ।

সিপিআই(এম) কর্তৃক প্রশাসন যন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে
বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই প্রমুখের সমালোচনার মূল কারণ

অথচ আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, সবগুলো পার্টির সামনে মূল

সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে কে প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কতখানি দলের শক্তিবৃদ্ধি করছে এবং কে সেটা করতে পারছে না। অর্থাৎ যারা সিপিআই(এম)-এর প্রশাসনযন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার বিরোধিতা করছে তাদের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এর ফলে গণআন্দোলন মার খাচ্ছে, গণআন্দোলনের মিলিট্যান্ট ক্যারেক্টার (জঙ্গি চরিত্র) নষ্ট হচ্ছে, গণআন্দোলনকে সংস্কারমুখী করে তোলা হচ্ছে ইত্যাদি। সিপিআই(এম) -এর সরকারি যন্ত্রকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে অন্যান্যদের বক্তব্য এ নয় যে, সরকারের ব্যাকিং-এ, পুলিশ তথা রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামগুলো গড়ে তোলবার চেষ্টা করলে তা আর শ্রেণীসংগ্রাম থাকে না, তা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনগুলোরই মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ওরা দলীয় স্বার্থে প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করছে কিন্তু আমাদের করতে দিচ্ছে না। মুখে না বললেও অন্যান্যদের বক্তব্য অনেকটা এইরকম — ওরা ওদের দল বাড়িয়ে নিচ্ছে আমাদের তা করতে দিচ্ছে না। অর্থাৎ ব্যাপারটা যদি এরকম হত যে, 'তোমরাও কর আমরাও করি, যেমন শক্তির ভিত্তিতে মন্ত্রীসংখ্যা ভাগ হয়, তার 'কোটা' ঠিক হয়, তেমনি পুলিশ এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, চুরি-চামারি, চাকরি-বাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও যদি এরকম একটা প্রোপর্সনেট এগ্রিমেন্ট (ভাগাভাগির ব্যবস্থা) থাকত যে, তোমরা এতজনকে চাকরি দিলে আমরা এতজনকে দেব, তুমিও পুলিশকে ব্যবহার করতে পারবে, আমিও পারব' — তাহলে মনে হয় এদের মধ্যে একটু-আধটু স্থানীয় লড়ালড়ি থাকলেও এত ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হত না।

ঝঞ্ঝাট হচ্ছে এই কারণে যে, সিপিআই(এম) এই সবকিছুর সুযোগে সংগঠন বাড়িয়ে নিচ্ছে। তারাই চাকরি-বাকরি দিচ্ছে, তাদেরই হাতে সব প্রধান দপ্তর, বাকিরা যেন আছে শুধু স্ট্যাম্প দেওয়ার জন্য। বাকিদের কোনও ফ্রুট (লাভ) নেই। এই ফ্রুট কথাটা আন্দোলন, বিপ্লবী সংগঠনের অর্থে নয়, ফ্রুট কথাটার অর্থ হচ্ছে তারা প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে দল বাড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। কেরালায় সিপিআই(এম) ও মিনিফ্রন্ট এবং পশ্চিমবাংলায় সিপিআই(এম) ও বাংলা কংগ্রেস, সিপিআই প্রমুখের মধ্যে এটাই হচ্ছে দ্বন্দ্বের মূল কারণ। আমাদের মতে এই দু'টি রাজনীতিই অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের রাজনীতি এবং তা গণআন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। সিপিআই(এম)-এর বিপ্লবের মানে যদি বিপ্লবের লেবেল এঁটে প্রোপাগান্ডার ডামাডোলের আড়ালে তারা রাতদিন যা করে বেড়াচ্ছে তা হয়, তাহলে সে বিপ্লব যত তাড়াতাড়ি জনতা পরিত্যাগ করে, তত জনতার মঙ্গল। আর, সিপিআই-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অর্থ যদি যে প্যাঁচ ও জোটবাজির রাজনীতি তারা করে চলেছে তা হয়, তাহলে সেটিও জনতা যত তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে, তত তাড়াতাড়ি জনতার মঙ্গল। অথচ ট্র্যাজেডি (দুঃখজনক বিষয়) হচ্ছে যে, আজও জনমনে যে কারণেই হোক এরাই, এইসব মেকি মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই, এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্টরাই প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, এটা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। এ ব্যাপারে আমরা কিছুতেই চোখ বুজে থাকতে পারি না। আমরা নিজেদের এই রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করছি। কতটা রাখতে পারছি ইতিহাস সেটা বলবে, না রাখতে পারলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, আমাদেরও করবে না, এ কথা আমি বলতে পারি।

আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমরা মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রামগুলোকে রক্ষা করা ও গণআন্দোলনগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করার স্বার্থে এবং সেই অর্থে পার্টির স্বার্থেও যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিকে রক্ষা করা বিপ্লবী দলের একটা অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া দরকার। কিন্তু সিপিআই, সিপিআই(এম) কেউ বিষয়টিকে সেভাবে দেখছে না। সিপিআই(এম)-এর কথা আগেই বলেছি, ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্বটা যদি অন্যের ঘাড়ে দেওয়া যায় তাহলেই তারা খুশি; ফ্রন্ট রইল কি ভাঙল সেটা নিয়ে তারা তত মাথা ঘামায় না। বরং মনে হচ্ছে যেন, ফ্রন্ট ভাঙার দায়-দায়িত্বটা যদি অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতেই চাইছে। এটা বোধ হয় আর একটা মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার স্বপ্ন দেখার রাজনীতিরই ফল। কেরালায় যুক্তফ্রন্টের সংকটের সময় সিপিআই-এর প্রচারকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ওদেরও একমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট সরকার পড়ুক থাকুক তাতে ওদের কিছু আসে যায় না, কীভাবে প্রচার চালালে বা কীভাবে চললে ভাঙার দায়িত্বটা সিপিআই(এম)-এর উপর দেওয়া যায়, যুক্তফ্রন্ট রক্ষা করার চেয়ে যেন এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে মূল সমস্যা। কেউ একথা চিন্তা করে দেখছে না যে, ভাঙার দায়িত্ব অপরের উপর চাপানোটা সমস্যা, নাকি যুক্তফ্রন্টকে কী করে রক্ষা করা যায় সেটাই আসলে সমস্যা। আমরা মনে করি, কেরালায় এই ফ্রন্ট রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সবচেয়ে বড় দল হিসাবে ছিল সিপিআই(এম)-

এর, তারপর সি পিআই-এর। যেভাবেই হোক যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার দায়িত্বটাই ছিল সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কেননা গোটা ভারতবর্ষের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির ভবিষ্যৎ এর সাথে জড়িত।

সিপিআই(এম) ও সিপিআই-এর কার্যাবলী গোটা ভারতবর্ষে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই সন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছে

কেরালার জনসাধারণের কাছে যুক্তফ্রন্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এর দ্বারা শুধু কি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল? গোটা ভারতবর্ষের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেই সম্ভাবনা সম্পর্কেই একটা সন্দেহ, একটা অনিশ্চয়তার মনোভাব সৃষ্টি করা হল। একটা সংশয় সৃষ্টি করা হল যে, যুক্তফ্রন্টের মতো একটা পাঁচমিশালি জিনিস কাজ করে না।

ওরা বোধহয় ভাবছে যে, ঠিক আছে, আমরা একাই চালাব; একা না হয় কেরালায় করবে বা বড় জোর পশ্চিমবাংলায় করবে। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে কী হবে? বাকি রাজ্যগুলোতে কী হবে? ওরা কাল কেরালায় একটা সিঙ্গল পার্টি গভর্নমেন্ট (একক পার্টি সরকার) করলে তাতে কী হবে? পার্টি যখন এক ছিল, তখন তো ওরা কেরালায় একবার সরকার করেছিল। না হয় আর একবার কেরালায় এবং বাংলাদেশে সিপিআই(এম) সরকার করবে। যদি তারা করতে পারে আমাদের পার্টি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। আমাদের রাজনীতি ওরা বুঝতে পারলে বুঝত যে, আমরা এতে ভীত নই, বরঞ্চ আমরা খুশিই হব। আমরা সিপিআই নই। যে সমস্ত জায়গায় আমরা আছি, সেখানে যত তাড়াতাড়ি ওরা সিঙ্গল পার্টি গভর্নমেন্ট করতে পারে ততই আমাদের মঙ্গল, জনতার মঙ্গল, কারণ তখন অতি দ্রুত জনতার কাছে ওদের চেহারা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে। কারণ বিরোধী দলে থেকে গরম গরম বিপ্লবী বুলি আওড়াবার কিংবা সকলের সঙ্গে মিলে সরকার চালালে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার সুযোগ থাকে। কিন্তু একা সরকার চালালে সে সুযোগ অনেকটা কমে আসে। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার অভাবের দরুন আজও ওদের প্রতি যে আস্থা রয়েছে, সেটা সেদিন অতি দ্রুত ভেঙে পড়বে। অর্থাৎ ওরা যদি একাই সরকারি গদিতে থাকে তখন অপোজিশনের গরম বুলিও বলা চলবে না এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে ওরা যেমন রামের দোষ শ্যামের ওপর চাপাতো, তারও সুযোগ থাকবে না। তখন জনতা তাদেরই প্রশ্ন করবে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তারা কী করেছে? শ্রেণীসংগ্রাম কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? মিলিট্যান্ট (জঙ্গি) মজুর আন্দোলনকে তারা কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে? গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যতটুকু মিলিট্যান্ট ক্যারেক্টার (জঙ্গি চরিত্র) ছিল তাকে তারা কোন জায়গায় নিয়ে এসেছে। লেবার দপ্তর গতবার[১] ওদের হাতে ছিল না — তারা তখনও বড় দল, আমরা ছোট দল। কিন্তু এই দপ্তরটিকে তারা কন্ট্রোল করতে না পারায় এবং মিনিস্ট্রির উপর তখন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য না থাকার ফলে, পুলিশকেও এবারের মতো গতবার ব্যবহার করতে না পারার ফলে যতটুকু মিলিট্যান্ট ক্যারেক্টার সেদিন শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছিল, এবার[২] তা নেই। একথা ঠিক যে, সেদিন কিছু কিছু একসেস (বাড়াবাড়ি) হয়েছে, কিন্তু তার টোনটা (সুরটা) ছিল মিলিট্যান্ট। একসেস হওয়ার ফলে তার একটা ক্ষতিকারক দিক ছিল এবং ক্ষতিও যথেষ্ট হয়েছে। আমরা জানি অ্যাডভেঞ্চার হলে ক্ষতি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ করা দরকার। অ্যাডভেঞ্চারে ক্ষতি হয় এটাও যেমন সত্য, তেমনি এর মধ্যে একটা জিনিস থাকে যেটা মিলিট্যান্ট, স্যাক্রিফাইসিং, লড়াকু। সেটা ঠিক মতো নেতৃত্ব পেলে, অ্যাডভেঞ্চার-এর ভাবালুতা থেকে তাকে মুক্ত করতে পারলে সেটা লড়াইয়ের একটা বিরাট শক্তিতে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু অপরচুনিজম-এর মধ্যে, সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী বা শোধনবাদী রাজনীতির মধ্যে সে শক্তি নেই। আমি অ্যাডভেঞ্চারিজমকে সমর্থন করছি না, কারণ তা সর্বনাশ করে। এক এক সময় এমন কাণ্ড করে যে, সমস্ত আন্দোলনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। সেটা অন্য কথা। আমি যেটা এখানে বলতে চাইছি তা হচ্ছে, যে লোকটা অ্যাডভেঞ্চার করে, রিস্ক্ করে, সে লোকটা লড়বার জন্য অন্তত প্রস্তুত। তবে সে মিসগাইডেড, বিপথে পরিচালিত। কিন্তু যারা বিপ্লবী বুকনির আড়ালে অতি সুকৌশলে মজুরকে কানুনি আন্দোলন বা লিগালিজম-এর মধ্যে নিয়ে যায়, মজুরদের লড়াই বিনা মালিকদের থেকে দাবি-দাওয়া আদায় করবার কায়দা-কানুন শেখাতে থাকে, তারা বিপ্লবী

১ ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে

২ ১৯৬৯-এর দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে

শ্রমিক আন্দোলনে প্রচ্ছন্নভাবে চরম সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে থাকে এবং নরম গরম উভয়বিধ কৌশলই শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের লড়াইয়ের মনোভাবকেই স্তিমিত করে দেয়। এই ধরনের রাজনীতির প্রভাব বাড়তে থাকলে ভয়াবহরূপে অর্থনীতিবাদ ও ভোটের রাজনীতির বিষাক্ত প্রভাব ভারতবর্ষের গণআন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামগুলোকে গড়ে তোলার সম্ভাবনাকেই নষ্ট করে দেবে। তাই আজ আমাদের দেশে অ্যাডভেঞ্চারিজম-এর হাজার ক্ষতিকারক দিক সত্ত্বেও তুলনামূলক বিচারে এই ধরনের শোধনবাদী রাজনীতিই বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে।

মালিকের কাছ থেকে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া অর্জনের লড়াই — বিপ্লবী লড়াই নয়

আজ দেখতে পাচ্ছি যে, মালিকের কাছ থেকে এমোলিউমেন্ট (পারিশ্রমিক) আদায় করার লড়াই, অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া অর্জনের লড়াইকেই এক মহাবিপ্লবী লড়াই বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ রুশ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা মজুরের মজুরি বৃদ্ধির লড়াইকেই মহাবিপ্লবী লড়াই বলে মনে করতেন, লেনিন, স্ট্যালিন তাদের কান মলে দিয়েছেন। যেমন অতীতে মার্কস, এঙ্গেলস তাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

কেননা মনে রাখা দরকার যে, মজুরের মাইনে বাড়াবার লড়াই বিপ্লবী লড়াই নয়। মালিকদের ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে মজুরের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই হচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবী লড়াই। মজুরের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক লড়াই-এর মধ্য থেকে যখন এই আকাঙ্ক্ষা, এই স্পৃহা এবং এই চেতনা গড়ে তোলা হয়, বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির স্বার্থে দরকার হলে দ্বিধাহীন চিত্তে মজুরি ত্যাগ করবার মতো মানসিকতা মজুরদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তখনই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্কুল অব কমিউনিজম-এর অর্থে পরিচালিত হল ধরতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মজুরদের অর্থনৈতিক সচেতনতা, বিপ্লবী সচেতনতা নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে খুব লড়ালড়ি হলেই তা বিপ্লবী আন্দোলন হয় না। এরকম মারমুখী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মডারেটরা, বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়নিস্টরাও হামেশাই করে থাকে। এর দ্বারা অচেতন কর্মীদের ঠকানো যেতে পারে, কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতি হচ্ছে, একথা প্রমাণ হয় না। একারণেই লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে কোনও পরিমাণ দাবি-দাওয়া ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে মজুরের মুক্তি মিলতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুর যতই দাবি-দাওয়া আদায় করুক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ করুক না কেন সে তখনও ওয়েজ স্লেভ (মজুরি দাস)-ই থাকে। সুতরাং মজুরের আসল লড়াই হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লড়াই, বিপ্লবের লড়াই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই মাইনে বৃদ্ধির লড়াইটা তার ক্ষমতা দখলের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বহু উপায়ের মধ্যে একটা উপায় মাত্র। সুতরাং বিপ্লবীদের কাছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার সময় কতটা দাবি-দাওয়া পূরণ হল সেটা আসল প্রশ্ন নয়, এই দাবি-দাওয়া পূরণের সংগ্রামটা কী কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে, সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করছি যে, সিপিআই(এম), অপর পার্টিগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়নগুলো ভাঙার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে লড়ালড়ি বাধিয়েছে তাকে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম বলে আখ্যা দিয়ে দলের কর্মীদের ও জনসাধারণকে অত্যন্ত সুকৌশলে বিভ্রান্ত করে শেষ পর্যন্ত চরম অর্থনীতিবাদ ও কানুনি আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী মজুর আন্দোলনের সমাধি রচনা করতে চলেছে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন বেঁচে থাকলে সমস্ত ইকনমিস্টদের মতো এইসব বীর বিপ্লবীদের আচ্ছা করে কান মলে দিতেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় যে, সিপিআই(এম) আধুনিককালের সমস্ত শোধনবাদীদের বোধহয় ছাড়িয়ে গেছে যখন দেখতে পাই যে, এই পার্টির পুলিশমন্ত্রী জ্যোতিবাবু এবং এমনকী পার্টির পলিটব্যুরো পর্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে তাদের পার্টি যে সাফল্যের সাথে যুক্তফ্রন্ট সরকার চালাচ্ছে তার একটি বড় প্রমাণ — বিনা সংগ্রামে অর্থাৎ কোনও সংগ্রাম না করেই এবার কত বোনাস তারা মজুরদের পাইয়ে দিয়েছেন! অর্থাৎ মালিকদের বিরুদ্ধে কোনওরূপ লড়াই না করেই, মালিকের বিরুদ্ধে বিনা সংগ্রামেই শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, বিনা সংগ্রামে বিপ্লব এবং শেষ পর্যন্ত বিনা সংগ্রামেই মজুরের মুক্তি! একথার দ্বারা আপনারা যেন মনে করবেন না যে, লড়াই তারা করছে না বা তাদের নেতৃত্বে লড়াই-এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়নি।

পুঁজিপতি ও জোতদারদের বিরুদ্ধে নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক দলগুলোর বিরুদ্ধেই সিপিআই(এম)-এর 'শ্রেণী সংগ্রাম' পরিচালিত হচ্ছে

লড়াই তারা করে চলেছে এবং সে লড়াই-এর তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তবে সে লড়াই মূল শত্রু পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নয়। সে লড়াই পরিচালিত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে, যাদের সঙ্গে তারা যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেইসব অ্যালায়েড ফোর্স অর্থাৎ শরিক দলগুলোর বিরুদ্ধে। একদিকে এরা বিভিন্ন প্রকার নরম-গরম বাক্‌চাতুরির আড়ালে আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস (শিল্পপতি গোষ্ঠী), ব্যুরোক্রেসির (আমলাতন্ত্র) কনফিডেন্স (আস্থা) অর্জন করার রাজনীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং অপরদিকে ব্যুরোক্রেসি ও পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, বীর বিক্রমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অ্যালায়েড পার্টিগুলোর সংগঠন ভাঙার কাজে আত্মনিয়োগ করছে। আর একেই প্রচার কৌশলের মারফত শ্রেণী সংগ্রাম বলে দলের কর্মী ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। সত্যি, কী অপূর্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ! এসব দেখে আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয় যে, আমরা বোধহয় সত্যি সত্যিই মূর্খ! মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এমন অভূতপূর্ব প্রয়োগ কৌশল বার বার চোখের সামনে দেখেও এর মাহাত্ম্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে আজও সক্ষম হলাম না! আপনারা হাসবেন না — ওরা আমাদের প্রায় এরকমই মনে করে।

তা সে যাই হোক, আমাদের দলের কর্মীদের এদের রাজনীতির স্বরূপটিকে এদের দলের সৎ কর্মী ও জনসাধারণের সামনে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে, উদাহরণ দিয়ে, সোজা সহজ কথায় ও তত্ত্বের সহায়তায় দেখিয়ে দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে এদের রাজনীতির আসল চেহারাটা কী ? যেমন বাংলাদেশের বর্ধমান জেলায়, যেখানে তারা নিজেরাই বলে যে, তাদের কৃষক সংগঠন সবচেয়ে বেশি জোরদার এবং কথাটাও ঠিক, আপনারা সকলেই জানেন সেই বর্ধমান জেলাতেই জোতদারদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং বাংলাদেশের বর্ধমান জেলাই জাঁদরেল ও সবচেয়ে বড় বড় জোতদারদের আড্ডাখানা। অথচ সেখানে জোতদারদের বিরুদ্ধে কতটুকু লড়ালড়ি হচ্ছে? সেখানে শ্রেণীসংগ্রামের কী হচ্ছে? সেখানে কিন্তু জোতদারদের সাথে তারা সহ অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। অথচ যে সমস্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে খেতমজুর, গরিব চাষী ও ভাগচাষীদের জোতদারদের বিরুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে, যেমন ধরুন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের* মধ্যে জোতদারদের বিরুদ্ধে বহু কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে খেতমজুর, গরিব চাষী ও ভাগচাষীরা সংগঠিত হয়েছে — এরা চাষীদের এইসব সংগঠনগুলোকে, এতদিন ধরে যে সমস্ত জোতদার কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরই সহায়তায়, বাইরের থেকে লোকজন আমদানি করে ও সর্বোপরি পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায়, ভাঙবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। আর এইগুলোকেই প্রচার কৌশলের আশ্রয় নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম বলে চালাবার চেষ্টা করছে। তবে হ্যাঁ, শ্রেণীসংগ্রাম তারা এগুলোকে বলতে পারেন, কারণ জোতদারদের চাষীর বিরুদ্ধে লড়াইটাও তো তাদের তরফ থেকে শ্রেণী সংগ্রাম!

আমরা তো জানি চাষী-মজুরের তরফ থেকে জোতদার ও মালিকদের বিরুদ্ধে যখন শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত হয় তখন তাকে রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখীন হতে হয়। কেননা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি জোতদার ও মালিকদের পক্ষে দাঁড়াবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সিপিআই(এম) নেতৃত্বে পরিচালিত এ কেমন শ্রেণীসংগ্রাম যার পিছনে শুধু আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়া সংবাদপত্রই নয়, এমনকী খোদ পুলিশ ও রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন রয়েছে? এরপরেও কি বুঝতে অসুবিধে হয় যে, এগুলো কী জাতের শ্রেণীসংগ্রাম যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের যারা মূল শত্রু অর্থাৎ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল হাউস এবং বিগ বিজনেস তারাই এদের সার্টিফিকেট দেয়! এক্ষেত্রে স্টেটস্‌ম্যান, আনন্দবাজার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র লক্ষণীয়। তারা যথার্থ শ্রেণীসংগ্রাম করলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পাহারাদার পুলিশ ও আমলাতন্ত্র কোন স্বার্থে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে?

এই পরিস্থিতির সাথে ১৯৬৭ সালের মালিকশ্রেণী ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসগুলির মনোভাবের তুলনামূলক বিচার করলে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের সিপিআই(এম) সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তনের আসল তাৎপর্য বুঝতে কারও কষ্ট হবে না। ১৯৬৭ সালে মালিকশ্রেণী, ব্যুরোক্রেসি, বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস-এর যে মনোভাব ছিল,

* সংগঠনের বর্তমান নাম অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন

বর্তমানে তাদের মনোভাবের একটা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। '৬৭ সালে যেখানে বড় বড় শিল্পপতি, ব্যুরোক্রেসি ও পুলিশের বড় কর্তারা একত্রে 'গেল গেল' রব তুলেছিল তার সাথে এবার এদের আচরণ ও বক্তব্যের কী আকাশ পাতাল তফাৎ। গত বছরের তুলনায় এদের অ্যাটিচিউড (মনোভাব) ও বক্তব্যের আকস্মিক এই পরিবর্তনের কারণ কী? সিপিআই(এম)-এর কর্মী ও সদস্যরা কি একবারও এ বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? বিড়লার মতো বৃহৎ পুঁজিপতি, এখানকার দ্য স্টেটস্‌ম্যান, বিলেতের গার্ডিয়ান প্রভৃতির মতো পত্রিকার সুর আজ কী করে এই শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বজাধারীদের প্রতি নরম হয়ে গেল? এ কথাটা কি একবারও তারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন?

সুতরাং যে কথা বলছিলাম যে, জোতদার ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যথার্থ শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত করলে সিপিআই(এম)কে প্রধানত মালিকশ্রেণী এবং বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসগুলির তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হত এবং তাদের পরিচালিত আন্দোলনগুলিও প্রধানত রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ আমলাতন্ত্র ও পুলিশি আক্রমণের সম্মুখীন হত। কিন্তু এখানে আমরা কী দেখছি? এখানে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে তাদের তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামগুলো কি কোথাও পুলিশ ও রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করছে? নাকি ব্যাপারটা ঠিক উল্টো ঘটছে? ঘটবারই কথা। অবশ্য একথার দ্বারা আমি এটা বলতে চাইছি না যে, সিপিআই(এম)-এর কর্মীরা কখনও কোথাও মালিক ও জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের মনোভাব নিয়ে লড়ছেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের লড়াই দলের সৎ কর্মীরা করে চলেছেন, একথা মানতেই হবে। কিন্তু যে বিষয়টির প্রতি এঁদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, এইসব লড়াইগুলোর ক্ষেত্রেও পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের অ্যাটিচিউড কী? তাঁদের এইসব লড়াই-এর পিছনে দলের রাজনীতি যদি বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধির রাজনীতি হত তাহলে তাঁদের স্বভাবতই পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের নগ্ন দমননীতির সম্মুখীন হতে হত। কিন্তু তাঁদের বোঝানো হয়ে থাকে যে, 'আমরা আজ সরকারি গদিতে থাকার দরুন পুলিশকে সরাসরি জোতদার ও মালিকশ্রেণীর পক্ষ নিতে দেওয়া হচ্ছে না, পুলিশকে রেসট্রেইন (সংযত) করা হচ্ছে।' যদিও আমরা দেখছি আমাদের দল এস ইউ সি আই পরিচালিত চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুলিশ সরাসরি জোতদারদের পক্ষ অবলম্বন করে দলের কর্মী ও চাষীদের উপর দমননীতি চালাচ্ছে। তবুও তর্কের খাতিরে কথাটা না হয় মেনে নেওয়া গেল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের চাপে পুলিশ সরাসরি জোতদার ও মালিকদের পক্ষ নিয়ে সিপিআই(এম)-এর এইসব আন্দোলনগুলির উপর সরাসরি দমন চালাতে পারছে না। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব ও বিশেষ করে তাদের দলের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থাকার দরুন পুলিশের পক্ষে তাদের ওপর সরাসরি দমন চালাতে না পারা এক কথা। এটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পাহারাদার আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও ঝানু প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ অফিসাররা কী কারণে গোটা সিপিআই(এম) পার্টির প্রতি এবং এই দলের 'বিপ্লবী' কর্মীদের প্রতি ক্রমেই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছে তা কিন্তু কোনও যুক্তিতেই বোঝা যায় না।

সে যাই হোক, সিপিআই(এম) কর্মীদের দ্বারা এখানে সেখানে দু-চারটি লড়াইয়ের ঘটনা বাদ দিলে একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, মালিকশ্রেণী ও জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ধূয়া তুলে আসলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর অ্যালায়েড ফোর্সেস অর্থাৎ শরিক দলগুলোর শ্রমিক-চাষী সংগঠনের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যেই মূলত এদের এই তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামগুলো পরিচালিত হচ্ছে। তাই পুলিশ ও আমলাতন্ত্র স্বভাবতই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে তাদের ন্যায্য ভূমিকাই পালন করে চলেছে।

সিপিআই(এম)-এর তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের মনোভাব

আজ আমরা সিপিআই(এম)-এর এই তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে কী ভূমিকায় দেখছি? এখানে পুলিশ ও আমলাতন্ত্র শুধু যে পরোক্ষভাবে এবং কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষভাবে সিপিআই(এম)-এর এই তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে — এরূপ প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে স্থানীয় সিপিআই(এম)-এর নেতাদের বক্তব্য ও পুলিশি রিপোর্টের হুবহু মিল লক্ষ করলেই আমার একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে — তাই নয়, উপরন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতেও সুযোগ পেলেই পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের আক্রমণ প্রায়শই নেমে আসছে সিপিআই(এম) ও জোতদার কর্তৃক আক্রান্ত খেতমজুর, গরিব চাষী ও ভাগচাষীর বিপ্লবী সংগঠন ও আন্দোলনগুলোর উপর। যেমন ঘটছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বীরভূম ও

মুর্শিদাবাদের এস ইউ সি আই ও খেতমজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে খেতমজুর, গরিব চাষী, ভাগচাষীদের জোতদার বিরোধী আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে। আমাদের এতটুকু পার্টি অথচ তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, পুলিশি নির্যাতন আমাদের উপর হয়েছে এবং হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সত্যিকারের মার্কসবাদী হলে এর তাৎপর্য বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। প্রমোদবাবুদের কথা অবশ্য আলাদা, কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পুলিশ, তাঁদের মতে, তাঁদের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থাকার ফলেই নাকি বর্তমানে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামগুলোর সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছে!

উপযুক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা থাকলে দলের সদস্য ও কর্মীরা সহজেই একটা কথা ধরতে পারতেন, তা হল, এদের নেতৃত্বে যদি সত্যি সত্যিই বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ-আমলাতন্ত্রের সাথে সর্বস্তরে তাদের পার্টির বিরোধ ও বিশেষ করে জ্যোতিবাবুর বিরোধ ইতিমধ্যেই তীব্র আকার ধারণ করত। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পুলিশি বড় কর্তারা এবং আমলাতন্ত্র জ্যোতিবাবুকে যুক্তফ্রন্টের একমাত্র যোগ্য ও টাফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (দৃঢ় প্রশাসক) হিসাবে প্রশংসা করে চলেছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসগুলোও এর সাথে সুর মিলিয়েছে। পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের এই ভূমিকাকে সামনে রেখে বিচার করলে কী প্রমাণ হয় ? সত্যিকারের বিপ্লবী অর্থে শ্রেণীসংগ্রামকে পরিচালিত করছে কারা? সিপিআই(এম) না এস ইউ সি আই? ক্রমাগত গল্প বানিয়ে, দিনকে রাত করে, নানা মিথ্যা বলে কিছু লোককে কিছুদিন বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু সমস্ত লোককে চিরকাল বিভ্রান্ত করা যায় না।

সিপিআই(এম) ও জ্যোতিবাবুদের কল্যাণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাহারাদার পুলিশ আজ জনসেবকে পরিণত

বুরোক্র্যাটরা এবং বড় বড় পুলিশ অফিসাররা দেখছে কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসকে সার্ভ (সেবা) করতে গিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে তারা শুধু ঘৃণাই কুড়িয়েছে। কিন্তু আজ তারা দেখছে যে, তাদের আচরণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম থাকা সত্ত্বেও, সেই একই কায়দায় ঘুষ খাওয়া, একই ব্যুরোক্রেটিক অ্যাটিচিউড নিয়ে চলা সত্ত্বেও শুধু সিপিআই(এম)কে সার্ভ করার দ্বারাই আজ তাদের খানিকটা ইজ্জত বেড়েছে। যে পুলিশের মতামতকে এতদিন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ মাত্রই ঘৃণা ও অবহেলার চক্ষে দেখতো আজ সিপিআই(এম)-এর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থাকার ফলে এবং বিশেষ করে জ্যোতিবাবুদের কল্যাণে সেই পুলিশি মতামত ও রিপোর্টের আজ অনেক মর্যাদা বেড়ে গেছে। অথচ আমলাতন্ত্র ও পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক আচরণের এতটুকু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। কংগ্রেসকে আপ্রাণ সেবা করেও এবং কংগ্রেস কর্তৃক পুলিশকে বহু মেডেল দান প্রভৃতির মারফত জনসেবক বানাবার চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ জনতার নিরঙ্কুশ ঘৃণাই কুড়িয়ে গেছে। একই নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র সিপিআই(এম)কে তোয়াজ করার ফলেই যখন আমলাতন্ত্র ও পুলিশ খানিকটা জাতে উঠেছে, তখন কেনই বা তারা সিপিআই(এম)কে সমর্থন করবে না?

অর্থাৎ জ্যোতিবাবুরা অনেক বেটার ফোর্স, এদের সমর্থন করলে আপাতত কোনওরূপ ডেঞ্জার নেই — আমলাতন্ত্র ও পুলিশের বড়কর্তারা বর্তমানে এই রকমই ভাবছে। তাহলে ব্যুরোক্রেসির চরিত্র একই রইল, পুলিশের চরিত্রও একই রইল, প্রতিদিনকার ঘুষ খাওয়া, নষ্টামিও বন্ধ হল না, তারা যেমন কায়দায় শাসন করত সেটাই রইল, অথচ তাদের বাড়তি একটা সুবিধা হল যে, তারা প্রগতির সার্টিফিকেট পেল। তাহলে তারা জ্যোতিবাবুদের সমর্থন করবে না তো কাকে করবে? আমাদের করবে? রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত তাদের বেশিরভাগই তো আজ লাফিয়ে লাফিয়ে পুলিশের সমর্থনে বক্তৃতা করছেন — 'পুলিশও তো মানুষ, তারাও তো জনগণের সেবক।' একথা আগে কংগ্রেস বললে সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে যেত।

আপনারা কি দেখছেন না, জনগণের মানসিক অবস্থাটা আজ কোন পর্যায়ে রয়েছে? কংগ্রেস যদি কখনও কোনও একটা ন্যায্য পয়েন্ট-এও সিপিআই(এম)-এর সমালোচনা করে, সেই পয়েন্টটা ঠিক কি বেঠিক সে সম্পর্কে কোনওরূপ আলোচনায় না গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তারা বলতে শুরু করে দেয়, কংগ্রেস যে বিরুদ্ধতা করছে এটাই বড় প্রমাণ যে, সিপিআই(এম) যেটা করছে সেটাই ঠিক। এই হল তাদের মোক্ষম যুক্তি। যেমন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অ্যাসেম্বলিতে নাকি যুক্তফ্রন্টের এত অত্যধিক পুলিশ বাজেট বাড়ানোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলেছেন যে, কংগ্রেস যখন গদিতে ছিল তখন সমস্ত বিরোধীপক্ষই পুলিশ বাজেট বাড়াবার জন্য

কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে এসেছে। অথচ আজ দেখছি যুক্তফ্রন্টের আমলে কংগ্রেসি আমলের চেয়েও পুলিশ খাতে খরচ অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হল। তাহলে তাদেরই কথিত কংগ্রেসি আমলের বর্ধিত পুলিশি বাজেটকে তো ক্ষমতায় আসার পর তাদেরই উচিত ছিল আরও কমানো? কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তারা ক্ষমতায় এসেই তাকে কমানো তো দূরের কথা, আরও বাড়িয়ে দিল। তাহলে এটা কী নীতি?

কিন্তু যেহেতু সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল, সুতরাং তার পুলিশ বাজেট কমাবার মতো এমন ন্যায্য কথাটাও সাথে সাথে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল! আর যেহেতু সিদ্ধার্থ রায় বিরোধিতা করছে সেহেতু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এরূপ একটি দলের দ্বারা পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার পাহারাদার পুলিশের বাজেট বাড়াবার মতো ঘৃণিত কাজটিও সাথে সাথে প্রগতিশীল হয়ে উঠল। কংগ্রেস যখন বিরোধিতা করছে এদের মতে তার মানেই হচ্ছে, পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি এখন গণআন্দোলনের পরিপূরক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পাহারাদার পুলিশ নাকি এখন মালিক ও জোতদারদের বিরুদ্ধে মজুর-চাষীর স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। আমাদের দলের এম এল এ যখন পুলিশ বাজেটের সমালোচনা করতে ওঠেন তখন সমস্ত অ্যাসেম্বলিতে হৈ চৈ পড়ে গেল। ওরা বলতে শুরু করল — 'ও মশাই, আপনি পুলিশ বাজেট বাড়ানোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন, সিদ্ধার্থ রায়ও তো সমালোচনা করেছে? কাজেই আপনি আর সিদ্ধার্থ রায় এক। কাজেই আপনারা হচ্ছেন প্রতিক্রিয়াশীল।' কী অপূর্ব যুক্তি! এই হল গণআন্দোলনের সমর্থকবৃন্দ। আপনারা যদি কখনও শোনেন তাহলে দেখবেন, প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবুরা এরকম বক্তৃতাই দেন, আর এই সব বক্তৃতাই সজোর করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হয়। যারা এই অভিনন্দন জানান তারাই গণআন্দোলনের ক্যাডার (কর্মী) । যে গণতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে, কংগ্রেসবিরোধী জনশক্তি নিয়ে আপনারা লম্ফ ঝম্ফ করেন, তাদের চেতনার স্তর এই জায়গায়। আর এখানেই হল বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী দলের মূল সমস্যা। এইখানেই নিহিত রয়েছে বিপ্লবী দলের কর্মীদের প্রচার, আদর্শগত ও তত্ত্বগত সংগ্রাম পরিচালনার গুরুদায়িত্ব।

আমাদের মনোভাব হবে যুক্তফ্রন্টকে রাখার, ভাঙার নয়

একটা কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের মনোভাব হবে যুক্তফ্রন্টকে রাখার, ভাঙার নয়। যুক্তফ্রন্টকে রাখবার জন্য আমাদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়, সেকথা আলাদা। তবে আমরা মনে করি যুক্তফ্রন্ট টিকে থাকলে এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারলে গণআন্দোলনগুলো পুরো সমর্থন পাবে, কোয়ার্সিভ ইনসট্রুমেন্ট (দমনমূলক যন্ত্র) কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে, আন্দোলনগুলোকে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে এবং জনসাধারণ ফ্রন্টের মধ্যে থেকে লড়তে লড়তেই পার্টিগুলোর সঠিক রূপ চিনে নিতে পারবে অর্থাৎ জনসমক্ষে মেকি পার্টিগুলোর পর্দা খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। এখন যে যার পার্টি থেকে রাজনৈতিক প্রচার করছে, তেমনি সম্মিলিত লড়াই-এর মধ্যেও যদি এই আদর্শগত সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা যায় তাহলে গণচেতনায় দলবিচারের সমস্যাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা অনেক সহজসাধ্য হয়। এখানেই যুক্তফ্রন্টের কার্যকারিতা। কোনও বিপ্লবী দলই এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সিপিআই(এম) যে নিজেকে বিপ্লবী বলে জাহির করে, মেজর পার্টি হিসেবে তারই প্রধান দায়িত্ব ফ্রন্টকে রক্ষা করার। আমরা যদি সিপিআই(এম)-এর জায়গায় থাকতাম তাহলে এতে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন (সন্তুষ্টি) হত না যে কে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়েছে। রক্ষা করতে না পারলে, ভেঙে গেলে তার কারণ বলতাম। কিন্তু রক্ষা করার সমস্ত চেষ্টা করেই তবে বলতাম এবং কেন পারলাম না, আমাদের সে দুর্বলতার দিকটাও বলতাম। সেকথা আমরা জনতার কাছ থেকে কখনই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতাম না। অন্যেরা ফ্রন্টকে ভাঙবার চেষ্টা করলেও আমরা যদি মনে করি আমরা বিপ্লবী দল, তাহলে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আমরাই সবচেয়ে ভাল বুঝি। বাকিরা এই প্রয়োজনীয়তাকে পার্সিয়ালি (আংশিকভাবে) বোঝে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইউ এফ-এর প্রয়োজনীয়তা কী, বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে কেন সেটা অপরিহার্য, সেটা বিপ্লবী দলই সবচেয়ে বেশি ভাল বোঝে। অপরে যে ভাঙার চেষ্টা করবে সেটা তো জানা কথাই। যেমন আমি অনেককে বলতে শুনেছি, 'আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ দেখা দিল কেন? না, ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির জন্য।' একথা বলার মানে কী? অ্যাজ ইফ (যেন) ইংরেজদের কথা ছিল যে, তারা হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করবে যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে পারে! এই নাকি ব্যাপারটা? তাদের দিক থেকে তো তারা ঠিক কাজই করেছে। তাহলে এ সমস্ত কথা বলার মানে কী? এখানেও ঠিক তাই। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলে, তাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের কিছু কিছু

শরিক ষড়যন্ত্র করছে। বিভিন্ন পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধতার দরুন যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে সঠিক পথে রিজলভ (পরিচালনা) করতে না পারলে এই মতভেদ যে পারস্পরিক বিরোধে ফেটে পড়বে এ তো জানাই ছিল। এটা কি তাদের জানা ছিল না? কিন্তু তা সত্ত্বেও তো তারা মনে করেছে যে, যুক্তফ্রন্টের সার্থকতা আছে। এই জন্যই না তারা যুক্তফ্রন্টে গেছে? ওদের মতে তো বাকিরা সব নন-মার্কসিস্ট পার্টি, সিউডো মার্কসিস্ট পার্টি (মেকি মার্কসবাদী দল)। কিন্তু এটাও তো তারা স্বীকার করে যে, এই সব পাঁচমিশালি পার্টিগুলোকে একত্রিত করে ৩২ দফা কর্মসূচির, যা খানিকটা কংক্রিট (নির্দিষ্ট), খানিকটা ভেগ (ভাসাভাসা), মধ্য দিয়েই গণআন্দোলনগুলিকে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই কর্মসূচিকে রূপায়িত করার কাজ শেষ না হচ্ছে, জনগণ থেকে বাকি দলগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে এবং গোটা ভারতবর্ষে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব ওরা এককভাবে দিতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিপ্লবী হলে এই পার্টিগুলোর সঙ্গে মিলে যুক্তফ্রন্ট রক্ষার দায়িত্ব ওদেরই। কারণ জনগণের মতে ওরাই প্রধান শক্তিমান পার্টি। আমাদের সে শক্তি নেই। কিন্তু শক্তি নেই বলে কি সেটাকে উপলক্ষ করে আমরা এমন আচরণ করব যাতে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়? আমরা আমাদের সীমিত শক্তিতে রাজনীতিকে পরিষ্কার করার দ্বারা, এইসব কথা বলার দ্বারা প্রত্যেককে দায়িত্ববান করে যুক্তফ্রন্টকে একটি সংগ্রামী হাতিয়ার হিসাবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করব। আমরা যুক্তফ্রন্টে থেকেও মার খাচ্ছি। সবচেয়ে বেশি ক্যাজুয়ালটি (ক্ষয়ক্ষতি) হচ্ছে আমাদের। সিপিআই(এম)-এর আজ পর্যন্ত, ওদের মতে, মারা গেছে ১৫-১৬ জন। আর আমাদের মারা গেছে ৮ জন।* ৪ জন জোতদারদের হাতে, ৪ জন সিপিআই(এম)-এর হাতে। অথচ আমাদের পার্টির তুলনায় ওদের পার্টি কতগুণ শক্তিশালী। ইতিমধ্যে ওদের নেতা প্রমোদবাবু এক মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে বসে আছেন। বলেছেন, এস ইউ সি আই-এর ২ জন মারা গেছে ইনার পার্টি ক্ল্যাশ (অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ)-এ, আর ১ জন জোতদারের হাতে। উনি যখন বলেছেন ৩ জন, তখনই আমাদের ৭ জন মারা গেছে। পরে ১ জন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই সংখ্যাকে ছোট করে দেখিয়েছে। পাছে, এস ইউ সি আই-এর গুরুত্ব বেড়ে যায়! আমরা জানি, আরও অনেক ৭ জনকে প্রাণ দিতে হবে ইউ এফ-এর আমলে। কিন্তু তাই বলে আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে নকশালদের রাজনীতি ধরিনি। কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ শাসনের বিরুদ্ধে যখন আমরা লড়াই করেছি তখনও তো এত লোক মারা যায়নি। তখনও তো জোতদারের হাতে এত লোক মারা যায়নি। তখন জোতদাররা এমন খোলাখুলি বন্দুক নিয়ে বেপরোয়া আক্রমণ চালাতে সাহস পায়নি। কিন্তু আজ যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জ্যোতিবাবুর পুলিশ মন্ত্রীত্বের আমলে এ সাহস তারা পেলো কোথা থেকে? যুক্তফ্রন্টের আমলে জোতদাররা অ্যাট র‍্যানডম (অবাধে) গুলি চালিয়ে চাষী ক্যাডারদের মারছে যা কংগ্রেস আমলেও তারা সাহস করেনি। কারণ তখন একটা স্ট্রং অপোজিশন ছিল। এখন অপোজিশন একটা কথা বলতে গেলে গুলি চালানোর ব্যাপারটাও তৎক্ষণাৎ প্রগতির চরিত্র পেয়ে যায়। এমন একটা কাণ্ড আজ হয়ে আছে। এটা বেশি দিন চলবে না, চলতে দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে সেটা অটোমেটিক্যালি (আপনাআপনি) চলে যাবে, তা নয়।

এসব সত্ত্বেও আমাদের মতো ছোট পার্টির এত অল্প সময়ে এতগুলো কর্মী মারা যাওয়া সত্ত্বেও আমরা নকশালদের মতো যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে যেতে পারি না। যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে চলে গেলে, এইসব কমরেডদের মৃত্যু সত্ত্বেও, গণআন্দোলন গড়ে তোলা, পার্টির শক্তিবৃদ্ধি করা এবং আন্দোলনগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করার যে পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারছি, তা পারব না এবং নকশালদের মতোই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। নকশালরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবশ্য প্রয়োজনীয় এই হাতিয়ারটিকে গড়ে তোলার প্রয়োজন বুঝছে না। এই হাতিয়ারটির, এই যন্ত্রটির হাজারটা ছিদ্র আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা গণআন্দোলন গড়ে তোলার যন্ত্র, সেটা বিপ্লবী পার্টির পক্ষে এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন। যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও একে রক্ষা করা না যায়, সেকথা স্বতন্ত্র। তখন নতুন অবস্থাকে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু তখন সেই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হবে বলে কি কেউ আগে থাকতে পরিস্থিতিকে সেই দিকে ঠেলে নিয়ে যায়? ফ্যাসিবাদ এসে গেলে কি বিপ্লবী পার্টি তাকে মোকাবিলা করে না? কিন্তু তাই বলে কি কোনও বিপ্লবী পার্টি আগে থাকতেই গণআন্দোলনের যতটুকু সম্ভাবনা আছে তাকে মেরে দিয়ে ফ্যাসিবাদকে ডেকে নিয়ে আসে? এও ঠিক তাই। কাজেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্যই যুক্তফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

---

* যে সময়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তখন ছিল আটজন। তিন-চার মাসের মধ্যেই সেই সংখ্যা বেড়ে তেরো হয়।

‘হয় গলাগলি, না হয় গালাগালি’ এই নীতি পরিত্যাগ করতে হবে

আর একটা সমস্যা হচ্ছে, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বজায় রেখে আদর্শগত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল (আদর্শগত সংগ্রাম)-এর দ্বারা অপর পার্টির রাজনীতিকে দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দেখতে হবে যে, এই আদর্শগত সংগ্রামটা এমনভাবে চালাতে হবে, যাতে সকলের গৃহীত কর্মসূচিকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা সৃষ্টি না হয়। এই দুটো কাজই একত্রে চালাতে হবে। একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল যেমন তার আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমপ্রোমাইজ (আপস) করে না, তেমনই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সে বানচাল করতে পারে না। কিন্তু সিপিআই(এম), সিপিআই প্রভৃতি পার্টির ক্ষেত্রে দেখছি যে, যখন তাদের কোনও সমালোচনা করা হয় তখন তারা মনে করে আমরা তাদের শত্রু। কেন? না, ওদের সঙ্গে আমরা মিলেগুলে চলছি না, অর্থাৎ সমালোচনা করছি। সুতরাং আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আর কোনও সুযোগ নেই। আর যদি ওদের সঙ্গে একত্রে চলি, ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করি, ওদের মতে, তখন সমালোচনা করার সুযোগ নেই। তাই আমি এর আগেও বলেছি যে ওরা বোঝে — ‘হয় গালাগালি, না হয় গলাগলি’। তার অর্থ হচ্ছে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগ্‌ল্‌-এর নীতি ওরা বোঝে না। এরা ঐক্যের মধ্যে সংগ্রাম এবং সংগ্রামের মধ্যে ঐক্য — এই মার্কসবাদী নীতি অনুযায়ী কিছুতেই কাজ করতে রাজি নয়। এরা যখন নীতিকে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করে তখন সংগ্রামের নামে সম্মিলিত আন্দোলন এবং ঐক্যকেই এরা বিপদগ্রস্ত করে তোলে। এমনকী একে অপরকে ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট (শারীরিক আক্রমণ) করতেও কসুর করে না। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিপ্লবী দলের সাথে অপরাপর দলের যে দ্বন্দ্ব এবং যুক্তফ্রন্ট অ্যাজ এ হোল-এর (সামগ্রিকভাবে) সাথে তার মূল শ্রেণীশত্রুর দ্বন্দ্ব যে কিছুতেই একই ধরনের হতে পারে না, তা বুঝতে হবে। এছাড়া একটা বিশেষ স্তরে মূল শত্রু কে, তা প্রথমেই নির্ণয় করতে হয়। এই মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অ্যালায়েড ফোর্সেস অর্থাৎ শরিকদলগুলো যাদের সঙ্গে মিলে ঐক্যফ্রন্ট খাড়া করলাম, তাদের ভিতরকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মূল শত্রুর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব যে কোনওমতেই এক নয় এবং তা মোকাবিলা করবার রীতিও যে এক নয়, একথা সব সময় মনে রাখতে হবে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে গিয়ে সে সংগ্রামের রূপ কখনও মূল শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের চরিত্র নিতে পারে না। নিলে যুক্তফ্রন্টের বেসিসই (ভিত্তি) নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমরাও সমালোচনা করি। আপনাদেরও করতে বলছি। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে যে, আপনারা সমালোচনাটাকে কুৎসায় দাঁড় করিয়েছেন এবং ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট-এর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। শরিকে শরিকে সংঘর্ষকে এমনভাবে একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড় করিয়েছেন যে, আমাদের মূল সংগ্রাম, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জোতদার ও মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা বানচাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ এই কর্মসূচিকে রূপায়ণের ব্যাপারে আমরা সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন? আমরা এটা ওদের বোঝাতে পারছি না, বোঝবার কথাও নয় ওদের। ওরা একটা ভাষাই বোঝে, তা হচ্ছে, হয় গলাগলি, না হয় গালাগালি। আর বড় পার্টির সাথে ছোট পার্টির গলাগলির মানে হল, একের কাছে অপরের সাবজুগেশন (বশ্যতা)। তাই বড়দের ভাবখানা হচ্ছে যে, ‘আমরা ছোট পার্টির প্রতি ম্যাগন্যানিমিটি (ঔদার্য) দেখাতে পারি, তাতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই, প্রয়োজনে আমরা ২/১টা সিটও দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ছোটরা থাকবে আমাদের কাছে সাবজুগেটেড (পদানত), যা বলব তাই করবে।’ ওদের ভাবখানা এইরকম — ‘আমরা কত বাজে লোককে রাতারাতি নেতা বানিয়ে দিলাম, এমনকী মন্ত্রীত্ব পাইয়ে দিলাম! কত দল, যাদের আমরা কৃপা না করলে নিজ শক্তিতে একটা সিটও পায় না, তাদেরও সিট পাইয়ে দিলাম।’ এদের মধ্যে ২/১ জন এমন নেতাও আছেন যাঁদের কনস্ট্যান্টলি (সর্বদা) তুলে ধরতে না পারলে তাঁরা ডুবে যান — আমি আর নাম করতে চাই না। আর এস ইউ সি আই যদি আমাদের সঙ্গে মিলেগুলে চলতো, অর্থাৎ উপরোক্তদের মতো বশ্যতা স্বীকার করতো, তাহলে কি তাদের ২-৪টি সিট বেশি দিতে পারতাম না বা আজ এমন মারমুখী হয়ে তাদের সংগঠন ভাঙবার জন্য উঠে পড়ে লাগবার দরকার হত? আমাদের সঙ্গে থাকলে অর্থাৎ সাবজুগেটেড হয়ে থাকলে এসব কিছুই দরকার হত না। কিন্তু এস ইউ সি আই এমন গোঁয়ার যে উপরোক্ত অন্যান্য দল ও স্বনামধন্য নেতাদের মতো নিজের ভালমন্দটুকু বোঝবার বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত নেই। কিন্তু আমরা বলি, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু তাই বলে তেল দিতে পারব না। আমরা আপনাদের সঙ্গে একই সাথে ঐক্য ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা ও আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে। আমরা ঐক্য চাই এও যেমন সত্য, আবার আপনার বিরুদ্ধে আমার নীতিগত সংগ্রাম চলবে, এটাও সত্য। আমরা মনে করি, দুটো কাজ একই

সঙ্গে চালানো উচিত এবং আমরা চালাতে পারি। আপনাদের দিকে যখন আমরা ঐক্যের হাত বাড়িয়ে দিই কংগ্রেস, পুঁজিপতিশ্রেণী ও জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়ব বলে, আপনারা দেখবেন আমরা আপনাদের জন্য জান দিতে প্রস্তুত। কিন্তু জান দেব বলে আপনি যে গান্ধীবাদী বা মেকি মার্কসবাদী বা আপনার তত্ত্বটা যে ভুল, তা আলোচনা করব না, সেটা হবে না। ঐ জান দিতে দিতেই বলব আপনি ভুল করছেন, আপনার রাজনীতিটা ভুল। দেখাব আপনার ভুল রাজনীতির জন্য দেশের কী সর্বনাশ হচ্ছে। কিন্তু এসব ভাষা ওরা বোঝে না। এ ভাষা কারা বোঝে? যারা সত্যিকারের মার্কসবাদী তারাই। মার্কসবাদ শুধু পড়েছে না, বুঝেছে।

দলের কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আবেদন

এই হল মোটামুটিভাবে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির সামনে যে সমস্যা, বিভিন্ন পার্টিগুলোর যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত মনোভাবের যে সমস্যা, তার দিক। এই দিকগুলোকে সামনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে। একটা কথা আমি বারবার বলেছি যে, গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির স্বার্থে, গণসংগঠনের স্বার্থে এবং বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামগুলোকে সঠিক পথে পরিচালনার প্রয়োজনে বর্তমান মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি আমাদের সামনে একমাত্র বিকল্প রাজনীতি। অপর পার্টিগুলো বর্তমান মুহূর্তে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার এই প্রয়োজনীয়তাকে পার্সিয়ালি (আংশিকভাবে) বোঝে, আংশিকভাবে অনুভব করে। কিন্তু আমরা যেভাবে এই প্রয়োজনীয়তাকে সামগ্রিকভাবে অনুভব করছি তা কেউ করছে না। তাই যুক্তফ্রন্টকে গণআন্দোলনের একমাত্র সক্রিয় হাতিয়ার হিসাবে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই সবচেয়ে বেশি। একথা মানতেই হবে যে, আমাদের শক্তির তুলনায় দায়িত্ব অনেক বেশি। সে অবস্থায় আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, রিসোর্সেস অ্যাট কম্যান্ড আছে তার এতটুকু ওয়েস্টেজ (অপব্যয়) করা চলতে পারে না। আমি মনে করি আমরা এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব যদি আমরা সকলে নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত, সকলে মিলে একটা ইউনিফর্ম ওয়েতে (সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে) পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইন এ প্ল্যান্ড্ ওয়ে চলি, প্রত্যেকটি ব্যক্তি নেতৃত্বের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে না থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসি। ঢিলেঢালা মনোভাব, গতানুগতিকতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ঢিলেমিকে ঝেড়ে ফেলি, আমাদের আজও যে খানিকটা কমপ্লাসেন্সি (আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব) আছে, ব্যুরোক্রেটিক স্টাইল অব অ্যাকটিভিটি (আমলাতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি) আছে তাকে পরিত্যাগ করি, কোথাও বা ওভার ফর্মাল (নিয়মের বাড়াবাড়ি) হওয়া আবার কোথাও যেখানে যতটুকু ফর্ম্যালিটি (আনুষ্ঠানিকতা) কাজের স্বার্থেই প্রয়োজন, সেটাও না মানা প্রভৃতি দোষকে বিসর্জন দিই। আমাদের দলের যারা সমর্থক রয়েছেন তাঁদের কাছেও আমার আবেদন যে, তাঁদের যতটুকু সীমিত শক্তি আছে, যতটুকু সার্ভিস, যে যেভাবে দিতে পারেন, সেটাকে নিয়মিত দেওয়া দরকার। কর্মী যাঁরা আছেন তাঁদের তো একাজ করতেই হবে।

প্রতিটি কমরেড তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছেন কিনা সেটা তাঁকে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বোঝাবার মারফত দেখিয়ে দেওয়া দরকার। শুধু নির্দেশ দেওয়ার মনোভাব থেকে নয়, সহানুভূতির দৃষ্টিতেই সেটা দেখাতে হবে। যাঁরা নিজের কাজ না করে অপরের কাজ সম্পর্কে আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, এসব ত্রুটি যাঁদের মধ্যে আছে, সেগুলোকেও সহানুভূতির সাথে তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে।

তাছাড়া আমাদের প্রতিটি অ্যাপ্রোচ (বক্তব্য) পলিটিক্যাল (রাজনৈতিক) হওয়া প্রয়োজন। প্রোপাগান্ডা থেকে শুরু করে সার্কুলার দেওয়া, ব্যক্তিগত সমস্যাকে ট্যাক্‌ল (সমাধান) করা, দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালনা করা — এ সমস্ত কাজই হবে পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ-এর (রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির) ভিত্তিতে।

তাহলে এই সমস্ত দোষগুলোকে দূর করে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে যদি আমরা কাজ করি, কোনও রকম গাফিলতি না করি একমাত্র তাহলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে আমরা খানিকটা মোকাবিলা করতে পারি এবং অতি দ্রুতই করতে পারি।

এইভাবে নিজেদের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে আরও যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে তা হচ্ছে —

(১) প্রতিটি কর্মীকে নিজের উদ্যোগে ব্যাপক জনসংযোগ করতে হবে, অর্থাৎ জনগণের কাছে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে, তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিটি লড়াই-এর সাথে থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে

না।

(২) গণআন্দোলন ও গণসংগঠন গড়ে তোলার জন্য নজর দিতে হবে এবং গণসংগঠনগুলো গড়ে তুলতে হবে। যেখানে সম্ভব ডি এস ও, কোথাও ডি ওয়াই ও, গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন ও মহিলাদের মধ্যে মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ* প্রভৃতি গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

(৩) যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর সাথে ঐক্য এবং বিশেষ করে এইসব দলগুলোর কর্মীদের সাথে সমস্ত রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে পার্টি ও নেতৃত্বের সাথে সাধারণ কর্মীদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তাদের প্ররোচনা সত্ত্বেও আমরা সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে যাব। যাঁরাই এ কাজে মাথা খারাপ করবেন বুঝতে হবে তাঁরা যোগ্য কর্মী নন। অবশ্য অপর পার্টির যারা মোটিভেটেড ওয়ে-তে (কুমতলব নিয়ে) চলছে তাদের চিনে নিতে হবে।

এই তিনটি কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে যে রাজনৈতিক প্রচার আমরা চালাব সেই রাজনৈতিক প্রচারের একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকবে। অর্থাৎ সমস্ত রাজনৈতিক প্রচারের লক্ষ্য থাকবে এই জিনিসটি দেখিয়ে দেওয়া যে, আজকের দিনে মূল সমস্যা হচ্ছে — নেতৃত্বের সঙ্কট, ক্রাইসিস অব লিডারশিপ। আজ যে ফ্রাসট্রেশন, গণমনে যে হতাশা, এই সবকিছুর মূল কারণ এইখানেই। জনসাধারণকে দেখিয়ে দিতে হবে যতদিন সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গড়ে না উঠছে ততদিন গণআন্দোলনের সামনে, যুক্তফ্রন্টের সামনে তার প্রধান সমস্যাটি থেকেই যাবে। অর্থাৎ আজ যাঁরা মনে প্রাণে যুক্তফ্রন্টকেই চাইছেন তাঁদের বোঝাতে হবে যে, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সত্যিকারের বিপ্লবী দল ও বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রাধান্য যতদিন গড়ে না উঠছে এবং যতদিন এইসব গান্ধীবাদী, মেকি গণতন্ত্রী বা মেকি মার্কসবাদী পার্টিগুলোর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পরিচালিত হচ্ছে ততদিন যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আজ যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা বারে বারেই দেখা দিতে বাধ্য। কারণ, এইসব তথাকথিত গান্ধীবাদী, মেকি গণতন্ত্রী বা মেকি মার্কসবাদী, এদের কারোর মধ্যেই সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা কী, বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে কেন এটা অপরিহার্য সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি নেই। ফলে যুক্তফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করতে হলে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট নীতি, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলা দরকার তা এদের পক্ষে ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তফ্রন্টকে যাঁরা টিকিয়ে রাখতে চান তাঁদের এস ইউ সি আই-কেই শক্তিশালী করতে হবে। যাতে এস ইউ সি আই এদের বদলে যুক্তফ্রন্টকে পরিচালনার ভূমিকায় প্রধান স্থান অধিকার করতে পারে। কেননা এস ইউ সি আই একমাত্র দল যার নীতি ঠিক, যোগ্যতা আছে কিন্তু শক্তি নেই। সে অবস্থায় এই বিপত্তি তো হবেই! তাই এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, এস ইউ সি আই একটা ছোট পার্টি হয়েও চেষ্টা করছে জনতার সামনে সঠিক রাজনীতি তুলে ধরতে। সেটা জনসাধারণ গ্রহণ করবে কিনা তার উপর নির্ভর করে। জনসাধারণ না নিলে তার শক্তিবৃদ্ধি হবে না, গ্রোথ হবে না। শুধু ভাল রাজনীতি হলেই কি হয়? নেওয়ার উপরও অনেকটা নির্ভর করে। ভাল বীজ যদি পাথরের উপর ফেলেন, তাহলে কি গাছ হয়? বীজটাই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই একটা ভাল তত্ত্ব, ভাল আদর্শ, সত্যিকারের জিনিস যা এস ইউ সি আই দিচ্ছে, তা যদি না নেন, নেওয়ার আগ্রহ না থাকে তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই কেউ ভাল রাজনীতি দিচ্ছে না, এটা সত্য নয়।

এইভাবে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন পরিচালনার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের সাথে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) যাঁরা মার্কসবাদ শুধু অধ্যয়নই করেননি, হৃদয়ঙ্গমও করেছেন, উপলব্ধি করেছেন। এমনভাবে বুঝেছেন যে, যে কোনও পরিস্থিতিতে তাঁরা তাকে প্রয়োগ করতে সক্ষম। এ সংখ্যাটা সারা ভারতবর্ষে খুবই নগণ্য। (২) যাঁরা মার্কসবাদ মোটামুটিভাবে পড়েছেন, কিন্তু কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এঁরা যখন তখন কোটেশান দিতে পারেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অনেক বই পড়েছেন, অনেক খবর রাখেন, যাঁদের নিজেদের সম্পর্কেও একটু পণ্ডিত বলে ধারণা আছে, কিন্তু মার্কসবাদ তাঁরা বিন্দুমাত্র আয়ত্ত করতে পারেননি। এরাই বিভিন্ন তথাকথিত মার্কসবাদী দলের নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী গোষ্ঠী বা তথাকথিত কমিউনিস্ট ইনটেলেকচুয়ালস (বুদ্ধিজীবী)। প্রথমোক্ত অংশের থেকে কিছুটা সংখ্যায় বেশি হলেও কিন্তু এরাও সংখ্যায়

* বর্তমানে সংগঠনের নাম অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

খুব অল্প অর্থাৎ মাইনরিটি। (৩) বাকি যাঁরা রইলেন তাঁরাই হলেন মেজরিটি সম্প্রদায়, সংখ্যায় খুবই ভারী। এঁরা মার্কসবাদের সমর্থক, খুব সমর্থক। মার্কসবাদ, প্রগতি, শ্রেণীসংগ্রাম — সব কিছুকে সমর্থন করেন। কিন্তু মার্কসবাদ, প্রগতি বা শ্রেণীসংগ্রাম কী তা কিছুই বোঝেন না। এঁরা হরদম নানা জিনিস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেন, একে রেভোলিউশনারি (বিপ্লবী) বলছেন, তাকে রিভিসনিস্ট (সংশোধনবাদী) বানাচ্ছেন, এঁরাও মার্কসবাদের সমর্থক। বাংলাদেশে সিপিআই(এম) বলুন আর সিপিআই বলুন, জনসাধারণের যে অংশকে ভিত্তি করে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে তারা হচ্ছে সেই শক্তি যারা মার্কসবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা শুনলেই, শ্রেণীসংগ্রামের কথা শুনলেই যাঁরা সমর্থন করতে চান। এই যে সংখ্যাটা এঁদের সমর্থনেই সিপিআই(এম), সিপিআই বাড়ছে। এঁরা খুবই আনকনসাস (অসচেতন)। এঁরা মার্কসবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন অথচ মার্কসবাদী আন্দোলন, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদির সমর্থক। এই অসচেতনতার সুযোগেই সিপিআই(এম) তার দল বাড়াচ্ছে। সুতরাং আমাদের প্রচারের একটা লক্ষ্য থাকবে এই আনকনসাস সেকশন যাঁরা বিভিন্ন পার্টির মধ্যে আছেন বা তার বাইরে আছেন তাঁদের মার্কসবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। আগেই বলেছি যে, এঁদের প্রতি আমাদের অ্যাপ্রোচ (দৃষ্টিভঙ্গি) হবে সিমপ্যাথেটিক (সহানুভূতিশীল)। এই সিমপ্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ-এর জন্য, তাঁদের মতাদর্শকে সমালোচনা করার, ভুল প্রমাণ করার আন্দোলনকে আমরা ছাড়ব না। কিন্তু সেই কাজ করার সময় আমরা থাকব ঠাণ্ডা, আমাদের মন হবে দরদী মন।

এঁদের অনেকের মধ্যেই একটা ধারণা হয়ে আছে যে, সেটাই মার্কসবাদী পার্টি যার নাম মার্কসবাদী। শুনলাম জ্যোতিবাবু নাকি সম্প্রতি ময়দানের এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, ছোট ছোট অনেক পার্টি আছে যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে, বোধহয় আমাদেরই লক্ষ্য করে বলেছেন — অথচ তারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে — এ কেমন কথা? এঁরা ধরেই নিয়েছেন যে, এঁরা নিজেরা মার্কসবাদী। তাঁরা এটুকুও জানেন না যে, তাঁদের সত্যিকারের মার্কসবাদী দল বলেই আমরা মনে করি না। কিন্তু ওঁদের অত কথার দরকার নেই। ওঁদের পার্টির নাম যেহেতু মার্কসবাদী, সুতরাং ওঁরাই মার্কসবাদী। আর ওঁদের যখন আমরা বিরোধিতা করছি, তখন আমরা মার্কসবাদী নই। আর যদি বিরোধিতা না করতাম তাহলে আমরা মার্কসবাদী হতাম। তখন ওঁদেরটাও মার্কসবাদী পার্টি থাকত, আমাদেরটাও থাকত এবং অপরে কেউ ওদের সমর্থন করলে, তাদেরটাও মার্কসবাদী হত। এই দুটো বিশ্লেষণই অপূর্ব! আমি এসব কথা এজন্য বলছি যে, যাঁরা হাজার হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা করছেন, বিরাট বিরাট নেতা হিসাবে নাম কিনছেন, তাঁদের বক্তৃতার স্ট্যান্ডার্ডটা (মান) এই রকম। আর যে জনসাধারণ এইসব বক্তৃতা শুনে তারিফ করছে তাদেরই বা স্ট্যান্ডার্ডটা কী? এই অংশটির রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করা হল আমাদের আদর্শগত সংগ্রামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলগুলির সাথে যুক্ত এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের সাথে যুক্ত যে জনসাধারণ তার বাইরে যে বিরাট সংখ্যক মাস (জনতা) আছে তারাই সংখ্যায় বেশি। এরাই আমাদের ভরসা। তাহলে দেখা গেল যে, একদিকে বিভিন্ন দলের ভিতরে বা বাইরে যে লুজ (ভাসাভাসা) কমিউনিস্ট সমর্থক ও তথাকথিত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী আছেন এবং অপরদিকে কংগ্রেস এবং এই পার্টিগুলোর সমর্থকদের মাঝখানে যে বিরাট জনসমুদ্র — এই দুই শক্তির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সুতরাং আমাদের দু'দিকেই নজর দিতে হবে। একদিকে প্রো-কমিউনিস্ট মাস (কমিউনিস্ট সমর্থক জনগণ), মধ্যবর্তী প্রো-কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং অপরদিকে সাধারণ জনগণকে মার্কসবাদ সম্পর্কে, সর্বহারার বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে, যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করা এবং গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগঠনগুলিকে পার্টির নেতৃত্বে গড়ে তোলা। এই দুটো অস্ত্রই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য যেমন নিষ্ঠার প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন একই সাথে প্রচার অভিযানকে অব্যাহত রাখা এবং সেটা রাজনৈতিক ঢংয়ে পরিচালনা করা।

রাজনৈতিক কায়দায় প্রচার অভিযানকে পরিচালিত করুন

নাহলে আপনি গড়ে তুললেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিরুদ্ধ পক্ষ প্রচার করল যে, ওটা ডাকাতি, জোতদারদের হয়ে চাষীর বিরুদ্ধে লড়াই। আবার ঠিক একইভাবে জোতদারদের হয়ে চাষীর জমি, অন্য পার্টির সমর্থকদের জমি কেড়ে নেওয়াটাও প্রচারের দ্বারা দাঁড়িয়ে যাবে যে, ওটা শ্রেণীসংগ্রাম। আজকাল এসব রাজনীতি খুব জোর চলছে। এসব ঘটনা গোয়েবলসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একথা ঠিক যে, এই রাজনীতি বড় জোর পাঁচ বছর টিকতে পারে, সাময়িকভাবে জয়যুক্ত হতে পারে, কিন্তু বেশি দিন চলতে পারে না। কিন্তু

তা সত্ত্বেও এই ধরনের 'দিনকে রাত করা' প্রচারের দ্বারা কিছু দিনের জন্য হলেও বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হতে পারে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আপনারা চিন্তা করে দেখুন, ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে প্রতিদিন ক'টা কমরেড কতটুকু জনসংযোগ করেন। ক'টি কমরেড সাধারণ মানুষের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা, পার্টির ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, বিভিন্ন সংগ্রামের কাহিনীগুলো যেমন করে বললে লোকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমন করে বলার ক্ষমতা অর্জন করেছেন? প্রতিদিনকার বিভিন্ন ঘটনাগুলো পার্টির নেতৃত্বের কাছ থেকে জানতে হবে, নেতারা না জানালেও তাদের কাছ থেকে যেভাবেই হোক জেনে নিতে হবে এবং সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে আমাদের রাজনৈতিক প্রচারের দিকটা জনতার কাছে তুলে ধরতে হবে। এই প্রচার অভিযানকে সার্থক করে তোলার জন্য বিভিন্ন ঘটনা এবং সমস্যাকে ভিত্তি করে ক্যারেক্টার পোস্টার-এর ব্যবস্থা করতে হবে, দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে নিয়ে ইমিডিয়েট ইস্যুর (আশু ঘটনা) উপর দলের মূল তত্ত্বগুলোকে তুলে ধরা, এই কাজ চলতে থাকবে। এই আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্য হল, অপর পার্টির যা বক্তব্য, আমার পার্টির যা বক্তব্য সেটা সুন্দরভাবে ঘটনার মারফত এবং তত্ত্বের সাহায্যে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। ঘটনাকে এমনভাবে বলা উচিত নয় যার দ্বারা আমি, না আমার রাজনীতি, না অপরের রাজনীতি জনতার কাছে পরিষ্কার করতে পারলাম। জনসাধারণ আজ বিভ্রান্ত। কী যে আমাদের বক্তব্য সেটা ঠিক তারা জানে না। কতখানি লড়ছি, কি উদ্দেশ্যে লড়ছি, তারা জানে না। কে তাদের জানাবে? বুর্জোয়া কাগজগুলো জানাবে? সিপিআই(এম) জানাবে? নাকি জানাবে আমাদের কর্মীরা, আমাদের কাগজপত্র, বই? পার্টির কাগজপত্র, বই কমরেডদের বার বার পড়তে হবে, তন্ন তন্ন করে পড়তে হবে। যে জায়গাগুলো অত্যন্ত কার্যকরী সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে সেই কথাগুলো পৌঁছে দিতে হবে।

পরিশেষে একটি কথা আলোচনা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সিপিআই(এম) আমাদের সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নেমে গেছে এর কারণ কী? সাংগঠনিক অর্থে আমরা আজও তাদের মূল কনটেস্টিং ফোর্স (প্রতিযোগী শক্তি) হইনি, যতটা সিপিআই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক — এরা। এইসব পার্টিগুলো দেখছে যে সিপিআই(এম)-এর শক্তিবৃদ্ধি মানেই তাদের বিপদ। সেই অর্থেই সিপিআই(এম) তাদের শত্রু। আর তারা দেখছে যে, সিপিআই(এম)-এর সাথে এস ইউ সি আই-এর লড়ালড়ি লেগেই আছে। তাই এনিমিজ এনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড (শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু) এই তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এরা হয়তো আমাদের দিকে হাত বাড়াতে চাইছে, এর বেশি কিছু নয়। তা হলে যে কথা বলছিলাম, সিপিআই(এম) আমাদের বিরোধিতা করছে কেন? কেননা সিপিআই(এম) দেখছে যে, যে প্রো-কমিউনিস্ট মাসটা তাদের সমর্থন করে, তারা মনে করে বাংলা কংগ্রেস জোতদারের পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। আর সিপিআইকে তো ইন্দিরার চেলা, ডাঙ্গে চক্র বলে প্রচার করে করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, ওরাও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে — অবশ্য পলিটব্যুরোর মিটিং-এর আগে জ্যোতিবাবু ও সুন্দরাইয়ার দিল্লিতে ছুটে যাওয়ার ঘটনা সকলেই দেখেছেন। কিন্তু এই প্রো-কমিউনিস্ট মাস-এর কাছে আমাদের সম্পর্কে চট করে এরকম কিছু বলা একটু কষ্টকর। বাংলা দেশে যাঁরা এস ইউ সি আইকে জানেন, তাঁদের কাছে এস ইউ সি আই সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে আমরা উগ্র, আমরা চীনপন্থী ইত্যাদি। আমরা উগ্র বা চীনপন্থী কিনা সেটা পরের কথা। বুর্জোয়া সংবাদপত্র, মালিকশ্রেণী, ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট (গোয়েন্দা বিভাগ) সকলে মিলে এই ধারণাটা আমাদের সম্পর্কে তৈরি করে বসে আছে। এই ধারণাটার প্রকৃতি হল যে, এস ইউ সি আই-কে তারা জোতদারের পার্টি বলে মনে করে না। ফলে সিপিআই, বাংলা কংগ্রেস বা ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে যেমন এক কথায় নেতারা যাহোক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারেন, এস ইউ সি আই-এর ক্ষেত্রে সেই বোঝাবার কাজটা ততটা সহজ নয়। সুতরাং ঐ গ্রুপটার সাথে এস ইউ সি আই-এর নাম জড়ানোর ফলে ওদের সম্মান বেড়েছে, বিশেষ করে সিপিআই(এম)-এর র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল-এর কাছে। সেজন্যই আজ এস ইউ সি আইকে সিপিআই(এম) ডাকাতের দল, ধান লুঠের পার্টি ইত্যাদি বলছে। তারা বোঝাতে চাইছে যে, এস ইউ সি আই এরকম ছিল না। কিন্তু বর্তমানে কেন যে এরকম হয়েছে তা জানি না। যাই হোক, এইভাবে ডাকাতের দল বলে, অ্যান্টি-সোস্যাল বলে বলে ঐ কম্বিনেশন-এর (জোট) সাথে একসঙ্গে আমাদের নাম মিলিয়ে মিলিয়ে লোকের কাছে সইয়ে ফেলতে চাইছে। সেই গোয়েব্‌লসের নীতি! যদি এইভাবে জনতাকে এবং প্রো-কমিউনিস্ট র‍্যাঙ্ক-এর কাছে আমাদের সম্পর্কে এরকম ধারণা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে এস ইউ সি আই-এর যে আদর্শগত প্রচারের দিক

যেটা অপরের মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি করে, সেটাকে মোকাবিলা করা অনেকটা সহজ হবে বলে মনে করছে। কেননা নেতারা একথা জানেন যে, সাংগঠনিক অর্থে এস ইউ সি আই আজও সিপিআই(এম)-এর কনটেস্টিং ফোর্স না হলেও এত অন্ধতা সত্ত্বেও তাদের দলের র‍্যাঙ্ক-এর উপর এস ইউ সি আই-এর আদর্শ যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করে বসে আছে, যে বিপদ অন্য কোনও পার্টিকে নিয়ে নেতাদের ফেস করতে হয় না। এই দিকটাকে সামনে রেখেই নেতারা এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করার রাস্তা নিয়েছেন। সিপিআই(এম)-এর এস ইউ সি আই বিরোধিতার এটাই মূল কারণ, অন্য কোনও কারণ নেই।

তাহলে আমাদের কর্মীদের কাজ হচ্ছে বর্তমান মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির অপরিহার্যতাকে জনতার সামনে তুলে ধরা, ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির ভিত্তিতে লড়াই করতে করতে মেকি পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা অথচ ঐক্যকে বিঘ্নিত না করা, ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে গণসংযোগ প্রতিষ্ঠিত করা, গণআন্দোলন ও গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলা, সাথে সাথে রাজনৈতিকভাবে প্রচার অভিযানকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমস্ত প্রকার প্ররোচনা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের অপর পার্টিগুলোর কর্মীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। আর এই কাজগুলো করার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, আজকের দিনের মূল সংকট হচ্ছে নেতৃত্বের সংকট। আর এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই একমাত্র এই সংকটের সমাধান হতে পারে। একদিকে ব্যাপক জনসাধারণ এবং অপরদিকে প্রো-কমিউনিস্ট এলিমেন্ট-দের রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়াবার মধ্য দিয়েই একথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজেদের জড়তা, উদ্যোগের অভাব ও ঢিলেমিকে ঝেড়ে ফেলে একাজ করতে পারলেই আমরা আমাদের উপর ন্যস্ত ঐতিহাসিক দায়িত্বকে সঠিকভাবে পালন করতে পারব এবং তা ভালভাবেই পারব এ বিশ্বাস আমার আছে। একথা বলেই আমি আজকের বক্তৃতা শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

২৯ অক্টোবর ১৯৬৯ মুসলিম ইনস্টিটিউট
হলে কলকাতা জেলা কর্মীদের সাধারণ
সভায় প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।